# সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আদিবাসী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়

মিথুশিলাক মুরমু।।

৯ জুন বাংলাদেশ খ্রিস্টান সমাজ সম্প্রীতি দিবস হিসেবে উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষে দেয়া বক্তব্যে বাংলাদেশ ভ্যাটিকান দুতাবাসের চার্জ দ্য এফেয়ার্স মুন্সগার জোসেফ আরশাদ বলেছিলেন, 'প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর উচিত শান্তিপুর্ণ বসবাস উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে ঐক্যবদ্ধ অবদান রাখা। এ লক্ষ্য অর্জনে ধর্মের ছাপ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও স্বাধীন ধর্মচর্চার অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঐতিহ্যিক বাস্তবতার অনুসান করা যেতে পারে।' বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ধারার ঝাণ্ডাকে হাতে নিয়ে। তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্যের পেছনে যে শক্তির দিকগুলো কাজ করেছিল তাহলো

ক. ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালি জাতির ঐক্য তথা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ।

খ. সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের আন্দোলন।

গ. গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সমাজের রেডিকেল অংশ শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রের অগ্রগামী ভুমিকা।

এ উপাদানগুলোই পরে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে চারটি মুলনীতির আকারে আবির্ভুত হয়েছিল। এগুলো হলো ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। পরবর্তীকালে ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পুর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, সমাজতন্ত্রের স্থলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার সন্নিবেশিত করা হয়। ধর্মীয় সম্প্রীতিকে সমুন্নত রাখার জন্য বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ধারা ১২৫ ধারা ২৯৮ পর্যন্ত ধর্মসম্পর্কিত অপরাধগুলো প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও মুলনীতিগুলো ক্ষীণ হয়ে আসছে। তবে এখনও শুভ বড়দিন, শারদীয় দুর্গাপুজা, বৌদ্ধপুর্ণিমা, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা ইত্যাদি উৎসবে আমাদের ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণী তুলে ধরেন। এই সম্প্রীতি বাণীর সুরেই সরকারের মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রদুতরা বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। আসলে কী বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ!

আমার বাংলাদেশে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় ৭০% থেকে ৮০% শতাংশ বিশ্বাসীই আদিবাসী জনগোষ্ঠী। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর অত্যাচার, নির্যাতন কখনও খ্রিস্টান, কখনও আদিবাসী এবং কখনও অস্পষ্টই থেকে যায়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশে খ্রিস্টান-আদিবাসী সম্প্রদায় শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন ও

অত্যাচারিত হয়েই চলেছেন। নিম্নে মাত্র কয়েকটি জাতীয় পত্রিকা (স্থানীয় পত্রিকা বাদ) থেকে ২০০৬ খ্রি. খ্রিস্টান ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের নির্যাতন, অত্যাচারের কিছু চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করছি;

১. চট্টগ্রামে খ্রিস্টান মহিলার বাড়ি দখলের অভিযোগ যুগান্তর ০৪.০১.০৬

২. ভুমিদস্যুদের কবলে রাখাইন সম্প্রদায় সংবাদ ২৯.০১.০৬

৩. দুরসম্পর্কের আত্মীয়-আত্মীয় নন ঃ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পিও-এপিএস; সাভারে বাবরের ভাইয়ের ভাই দখল করেছেন ১০ একর জমি ভোরের কাগজ ১৭.০২.০৬

৪. রাজবাড়ীতে চার্চে হামলা, ভাংচুর প্রথম আলো ১৮.০২.০৬

৫. বান্দরবানে আদিবাসী মহিলার জমি আত্মসাতের চেষ্টা সংবাদ ২০.০২.০৬

৬. ইস্টার সানডেতে এসএসসি পরীক্ষা বাতিলের দাবি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের যুগান্তর ২৭.০৩.০৬

৭. হামলা সংঘর্ষে দিনাজপুর ৫ আদিবাসী আহত যুগান্তর ২৩.০৩.০৬

৮. খাগড়াছড়িতে গির্জায় অগ্নিসংযোগ ঃ আতঙ্কিক খ্রিস্টান পুরুষরা এলাকাছাড়া যুগান্তর ০২.০৪.০৬

৯. নেত্রকোনায় আদিবাসী নেতা খুন যুগান্তর ০৫.০৪.০৬

১০. পাঁচবিবিতে আদিবাসী পরিবারের বসতভিটা দখল করে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা সংবাদ ২১.০৪.০৬

১১. মুণ্ডাপল্লীতে দেড় শতাধিক নারী-পুরুষ ও শিশু অবরুদ্ধ- যুগান্তর ২২.০৪.০৬

১২. হোসেনপুরে মুচি সম্প্রদায়ের দুটি পরিবারকে উচ্ছেদ, জমি দখল-প্রথম আলো ০৭.০৫.০৬

১৩. মুক্তাগাছায় গারো শিশু ধর্ষিত সংবাদ ১২.০৫.০৬

১৪. গোমস্তাপুরে আদিবাসীদের কবরস্থান দখল করে বাড়িঘর নির্মাণ ঃ প্রশাসন নীরব সংবাদ ১৩.০৫.০৬

১৫. ভালুকায় আদিবাসীদের মধ্যে উচ্ছেদ আতঙ্ক; বন বিভাগের সঙ্গে সংঘর্ষের আশঙ্কা সমকাল ১৭.০৫.০৬

১৬. রাজশাহীতে আদিবাসী নেতা হত্যা; মন্ত্রী আমিনুল হককে দায়ী করলেন নিহতের স্ত্রী প্রথম আলো ১৮.০৫.০৬

১৭. গৌরীপুরে সন্ত্রাসীদের অত্যাচার, নির্যাতন; ৪০টি মুচিপরিবারের তরুণীদের অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে- সংবাদ ১৮.০৫.০৬

১৮. উত্তরায় ২ আদিবাসীকে জবাই করে হত্যা সংবাদ ২৬.০৫.০৬

১৯. দিনাজপুরের চিরিরবন্দরের ঢাকইল ও দল্লা গ্রাম; ভুমিদস্যুদের অত্যাচারে আদিবাসী পরিবারগুলো অসহায় সংবাদ ২৬.০৫.০৬

২০. বান্দরবানে অপহরণের ৭ দিন পরও উদ্ধার হয়নি আদিবাসী মহিলা সংবাদ ২৮.০৫.০৬

২১. মুজিবনগরে খ্রিস্টানপল্লীসহ আশপাশে গণডাকাতি, পুলিশের দাবি চুরি প্রথম আলো ৩০.০৫.০৬
২২. গানের কারণে প্রাণহরণ যুগান্তর ২৯.০৫.০৬
২৩. সাতজন আহত হয়ে হাসপাতালে; বান্দরবানে পারিবারিক ঘটনায পাহাড়িদের ওপর বাঙালিদের হামলা- প্রথম আলো ০৪.০৬.০৬
২৪. আদিবাসী গৃহবধুকে ধর্ষণ চেষ্টা; ইউপি সদস্যকে গণধোলাই ইনকিলাব ২০.০৬.০৬
২৫. রায়গঞ্জে আদিবাসী কিশোরী অপহরণের অভিযোগ- প্রথম আলো ০১.০৭.০৬
২৬. তাড়াশে আদিবাসী হামলা ঃ মহিলাসহ আহত ১২- সংবাদ ০২.০৭.০৬
২৭. লালপুরে আদিবাসী মহিলা গণধর্ষিত; ৮ দিন পর মামলা রেকর্ড- সংবাদ ১৫.০৭.০৬
২৮. গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতাল পরিবারের জমি দখল করে প্রভাবশালীর বাড়ি নির্মাণ- সংবাদ ২০.০৭.০৬
২৯. খ্রিস্টান পল্লীতে হামলা- জনকণ্ঠ ২০.০৭.০৬
৩০. খাসিয়াদের ওপর হামলা- প্রথম আলো ৩১.০৭.০৬
৩১. তাড়াশে আদিবাসী পরিবারের জমি প্রভাবশালীর দখলে- সংবাদ ০৯.০৮.০৬
৩২. হামলা ও ভিটে থেকে উচ্ছেদের হুমকি; লাউয়াছড়া খাসিয়াপুঞ্জির আদিবাসীরা আতঙ্কে- সংবাদ ০৯.০৮.০৬
৩৩. উল্লাপাড়ায় ২ আদিবাসী পরিবারকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ- সংবাদ ১৩.০৮.০৬
৩৪. রাঙ্গুনিয়ায় আদিবাসী পিটিয়ে হত্যা- প্রথম আলো ২৩.০৮.০৬
৩৫. মধুপুর বনে আদিবাসীদের ওপর প্রহরীদের গুলিবর্ষণ মহিলা গুরুতর আহত- প্রথম আলো ২২.০৮.০৬
৩৬. রাঙ্গামাটির ৪ শতাধিক আদিবাসী পরিবার উচ্ছেদ আতঙ্কে- যুগান্তর ২৪.০৮.০৬
৩৭. কাপ্তাইয়ে ৮৫ বছরের প্রতিবী বৃদ্ধের বিরুদ্ধে গাছ চুরির মামলা- সংবাদ ২৪.০৮.০৬
৩৮. কুলাউড়ায় গায়ের জোরে পানপুঞ্জি দখল, খাসিয়া পরিবারগুলো আতঙ্কে- প্রথম আলো ২৬.০৯.০৬
৩৯. লোভ দেখিয়ে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার অভিযোগ- নয়াদিগন্ত ০৭.১০.০৬
৪০. আদিবাসী পল্লীতে হামলা; নওগাঁয় বিক্ষোভ সমাবেশ স্মারকলিপি প্রদান- সংবাদ ১৩.১০.০৬
৪১. আদিবাসীদের ওপর সহিংসতা প্রতিরোধে দিনাজপুরে সভা ও বিক্ষোভ মিছিল- যুগান্তর ০৩.১২.০৬
৪২. আদিবাসী যুবক অপহরণ- সংবাদ ৩.১২.০৬

৪৩. অপহৃত কিনা মোহন চাকমার লাশ পাওয়া গেছে- প্রথম আলো ৫.১২.০৬
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের ধারা-২ (২ক)-এ লিপিবদ্ধ আছে, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।' কিন্তু আসলে কী ধর্মীয় সংখ্যালঘু খ্রিস্টান সম্প্রদায় শান্তিতে ধর্ম পালন করতে পারছে? মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর ২০০৫ সালের মানবাধিকার সংক্রান্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে- 'গত বছর আহমদিয়া, হিন্দু ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে নির্যাতন চলেছে। ... ২৮শে জুলাই অজ্ঞাত আততায়ীরা ফরিদপুরে অবস্থিত 'খ্রিশ্চিয়ান লাইফ বাংলাদেশ' এনজিওর ২ কর্মচারীকে যিশু সম্পর্কিত একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অভিযোগে গত্যা করে। পুলিশ এ হত্যার দায়ে কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে, তবে বছর শেষে পুলিশ সবাইকে মুক্তি দেয় এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দাখিল করা হয়নি' (সংবাদ ৯.৩.০৬)। 'এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'-২০০৬ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মানবাধিকার সমালোচনা করে বলা হয়েছে, '২০০৫ সালে ইসলামপন্থি গ্রুপগুলোর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে দেশে সহিংসতা ব্যাপকহারে বেড়ে যায়। সহিংসতার মুল লক্ষ্য ছিলেন মানবাধিকার কর্মী, আইনজীবী, বিচারক, বিরোধীদলীয় কর্মী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য ও উপাসনালয়' (প্রথম আলো ২৫.০৫.০৬)। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরে ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম রিপোর্ট -২০০৬ এ বলা হয়েছে, 'সরকার নাগকিরদের মধ্যে ধর্মচর্চার স্বাধীনতা থাকলেও পুলিশসহ সরকারি কর্মকর্তারা নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মানুষকে আইনি সহায়তা ও নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।'

আমরা আমাদের দেশকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে আখ্যা পেতে আনন্দবোধ করি। প্রকৃতপক্ষে একটি দেশ কতটা সভ্য তা দেখতে হলে সে দেশের সংখ্যালঘুদের অবস্থার দিকে চোখ তুলে দেখতে হয়। দেশের সংখ্যালঘুরা যত বেশি অধিকার ভোগ করে, জানা যাবে তারা তত সভ্য, তারা তত মানবিক। গণতন্ত্রকে যদি আমরা সবচেয়ে সভ্য রাজনৈতিক অবস্থা বলে মেনে নিই, তাহলে সে কথা ঘুরিয়ে আমরা বলতে পারি, কোন দেশ কতটা গণতান্ত্রিক তা বোঝার জন্য সে দেশের সংখ্যালঘুদের দিকে তাকাও, হিসাব করে দেখ, দেশের বাকি জনগোষ্ঠীর তুলনায় তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান কোথায়, আইনগতভাবে তাদের অধিকার কতোটা সুরক্ষিত, তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বশীলতার অবস্থান বা কেমন। অন্য কথায়, নাগরিক অধিকারের সমান্তরাল ব্যারোমিটারে দেশের সবার তুলনায় তারা কেমন আছে। বাংলাদেশ বিশ্ব গণতান্ত্রিক দেশের তালিকায় অবস্থান পেয়েছে ৭৫তম স্থানটি; কিন্তু সেটিও নাকি ক্রটিপুর্ণ। বিশ্বের ব্যর্থ রাষ্ট্রের তালিকায় বাংলাদেশের দুই ধাপ উন্নীত হয়ে ১৯তম স্থানে এসেছে। গত বছর ছিল ১৭তম স্থানে। এবার পাঠকরাই বলবেন, জাতিগত

**ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রা কী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করছে?**